০৮-০২-১৮ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সূর্যবংশী বিজয় মালার গুটিকা হবার লক্ষ্যে শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হও। একমাত্র পবিত্র বাচ্চারাই ধর্মরাজের সাজা থেকে রেহাই পায়।

প্রশ্ন :- দেহ অভিমানী হওয়ার জন্য বাচ্চাদেরকে কি এমন কঠোর প্রচেষ্টার (পুরুষার্থের) নেশায় লেগে থাকতে হয় ?

উত্তর :- আমি সম্পূর্ণরূপে বাবার। আমিও আমার বাবার ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে আমিও বিশ্বের মালিক হই। একমাত্র দেহী-অভিমানী বাচ্চাদেরই এই নেশার ঘোর থাকে, তাই তারাই বাবার উত্তরাধিকারী হয়। বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ার কোনও কিছুই তাদের মনে স্থান পায় না। দেহ-অভিমানে এলেই, মায়ার চপেটাঘাত লাগে। যার ফলে তার খুশীও পালিয়ে যায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন - বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হওয়ার প্রচেষ্টা করো। নিজের চার্ট অবশ্যই রাখবে।

(বাবা) আগামী ভবিষ্যতে তুমিই যে আমার ভাগ্যবিধাতা .....

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, বর্তমানের এই সঙ্গমযুগেই এই ধরাতে শিববাবা অবতরিত হয়েছেন বা উপরের অসীম বেহদ থেকে এসেছেন । আর তোমরা বাচ্চারা হলে ওঁনার 'শিবশক্তি' অর্থাৎ শিবের উত্তরাধিকারী। বাস্তবে কিন্তু তোমাদের নাম 'শিবের-শক্তি'। অর্থাৎ শিবের থেকে প্রাপ্ত যে শক্তি। যেমনি শিববাবা তোমাদেরকে নিজের করে নিয়েছেন, তেমনি তোমরা শক্তিরাও বাবাকে আপন করে নিয়েছ। শিববাবা স্বয়ং এসে তোমাদেরকে ওঁনার উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। তাই তোমরা শক্তিরা এখন শিববাবার অধিকারী বাচ্চা। বাচ্চারা এখন তো তোমরা বুঝতে পারছো, শিববাবা স্বয়ং এই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমানের এই নরক রাজ্যকে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে। যেহেতু তোমরা ওঁনার উত্তরাধিকরী তাই তোমরা অবশ্যই ওঁনার সহযোগী। আর তবেই তো ওঁনার আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হতে পারবে। বাবা তো আসেনই পতিত দুনিয়া অথবা নরককে পবিত্র স্বর্গ-রাজ্য বানাতে। সৃষ্টি-জগৎ যখন পতিত হয়ে পড়ে, তাকে পবিত্র করার এক ও একমাত্র কারিগর নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। একমাত্র উনি ছাড়া আর কারও দ্বারাই একাজ করা সম্ভব নয়। তোমরা বি.কে.বাচ্চারা হলে সেই নিরাকার শিববাবার বাচ্চা। উনি যার শরীরে এসেছেন তিনি সাকারী শরীর-ধারী। এমনিতে তো তোমরা যখন সেই নিরাকারী দুনিয়ায় থাকো তখন সেখানে তোমরা বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা। জগতের সব আত্মাধারী-ই ঐ একই পিতা পরমপিতা পরমাত্মারই সন্তান। কিন্তু তা তো নিরাকারী দুনিয়ার কথা। সেখানে তোমরা আত্মারা যখন পরমাত্মার কাছে থাকো, তখন তো তোমরা তার বাচ্চা হিসাবেই পরিগণিত হও। তাই এখন বাচ্চাদের প্রয়োজনে, অর্থাৎ পতিত সৃষ্টি-জগৎকে পবিত্র বানাতে বাবাকেও আসতে হয় এখানে। এখানে এই সাকারী দুনিয়ায় এসে ওনাকেও শরীর ধারণ করতে হয়। যদিও সেই অসীম বেহদের নিরাকারী দুনিয়া থেকে আসেন বাবা, তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা দেবার জন্য। শিবশক্তির খ্যাতি তো সবারই জানা। শিবশক্তির অর্থ হলো - শিববাবার সন্তান। তোমরা বাবার বাচ্চারা ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ-ই জানে না যে, পতিত-পাবন কে ? পতিত দুনিয়া অর্থাৎ কলিযুগ আর পবিত্র দুনিয়ার অর্থ সত্যযুগ। নিরাকারী দুনিয়ায় তোমরা আত্মারা যখন

থাকো, তখন তোমরা সর্বদা পবিত্রই থাকো। এখানে থাকতে থাকতে অপবিত্র হয়ে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হও ফলে তোমরা বাবাকে ডাকতে থাকো - "হে পতিত পাবন পিতা, তুমি এসো।" বিভিন্ন প্রকারে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কিন্তু এ সব কিছুর অর্থই বুঝতে পারো না জগতের লোকেরা। তারা এটা ভাবতেই পারে না যে, এই সময়টা যখন কলিযুগের অন্তিমকাল অর্থাৎ সঙ্গমযুগ। অতএব বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাতে বাবা অবশ্যই আসবেন। বাবা স্বয়ং যেখানে জানাচ্ছেন- "কল্প-কল্প ধরে, প্রতি কল্পেরই সঙ্গমযুগে উনি আসেন ওনার বাচ্চাদেরকে (বি.কে.-দের) উত্তরাধিকারী বানাতে।" ফলে তোমরাও 'ডবল-উত্তরাধিকারী' হতে পারো। যদিও শিববাবার বাচ্চা হবার কারণে উত্তরাধিকারী তো অবশ্যই, যা তোমরা নিজেরাই তা ভুলে গেছো এখন। যাই হোক্, তোমরা আত্মারা এখন অবশ্য বুঝতে পারছো, বাস্তবে তোমরা নির্বাণধাম নিবাসী শিববাবারই সন্তান- অর্থাৎ উত্তরাধিকারী। শিববাবা তোমাদের কাছে তাই জানতে চাইছেন, তোমরা বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা কি না ? - ব্রহ্মাণ্ডবাসী তোমরা বাচ্চারাই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত মালিক। সেখান থেকে এই সৃষ্টি-দুনিয়াতে এসে কর্মফল অনুযায়ী যে যার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে থাকো তোমরা।

নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে তো সবাই স্মরণ করে। যখন যখন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হও, কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে বাবাকেই ডাকতে থাকো- "হে ভগবান ক্ষমা করো।" কিন্তু সামনে যে আরও অনেক কঠিন দুঃখ-কষ্ট আসছে। গভার্নমেন্ট এখন যেমন চিনি ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছে, নিকট ভবিষ্যতে তেমনি শস্য সমেত কাঁচা শাক-সব্জির উপরেও নিয়ন্ত্রণ রাখবে। অথচ, খাদ্য তো মানুষের চাই-ই-চাই। যারা ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলবে, তারা তো মারপীট, লুট-তরাজ করবেই। যখন দুনিয়া এমন দুর্বিষহ অবস্থায় আসে, তখনই বাবা স্বয়ং এসে সেই দুঃখের দুনিয়াতে নতুন করে সুখের দুনিয়া স্থাপন করেন। - তাই কি না ? অতএব এবার বাবার শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে তা দেখাতে হবে তোমাদের। যারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে পারবে, একমাত্র তারাই সূর্যবংশী বিজয়মালার গুটিকা হতে পরবে আর তারা ধর্মরাজের সাজা থেকেও রেহাই পেয়ে যায়। এমনি ভাবেই ওনার সামনে বসিয়ে প্রতিটি বাক্যকেই বাবা খুব ভালভাবে বিশ্লষণ করে বোঝান। এছাড়া একথাও উনি যুক্তি সহকারে বোঝান যে, বাচ্চাদের যেমন জগৎ-পিতা আছেন, ঠিক তেমনই জগৎ-অম্বাও আছেন। অথচ অজ্ঞানী শাস্ত্রকারদের গীতায় তার কোনও বর্ণন নেই। ফলে গীতার সাথে মানুষের যে সম্বন্ধ, সে সব কিছুরই বিচ্ছেদ ঘটেছে। ভক্তরা যেমন ভগবানকে স্মরণ করে - ভগবানও তেমনি মানুষদের মনোকামনা পূরণ করেন। আর এর জন্যই তো ওনাকে স্মরণ করার রীতি। কৃষ্ণ কিন্তু কারও মনোকামনা পূরণ করতে পারে না। তা করতে পারেন এক ও একমাত্র ভগবান, যিনি সবারই মনোকামনা পূরণকারী এক ও অদ্বিতীয়। এর পরেই দ্বিতীয়ে যিনি, তিনি জগৎ অম্বা বা জগৎ-মাতা অর্থাৎ ভগবতী। তিনিও সবার মনোকামনা পূরণকারীনি। কিন্তু সেই জগৎ অম্বা কে ? তিনি ব্রহ্মার একমাত্র পূর্ণ আশীর্বাদী কন্যা, অর্থাৎ শিববাবার নাতনী এবং বিখ্যাত জ্ঞানী-মানী মানুষ ও রাজ-রাজারা যার আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী। এই 'উত্তরাধিকারী' বা 'ওয়ারিশন' শব্দটি কেবলমাত্র পরিবারের লোকেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর সাথে সন্ন্যাসীদের কোনও যোগসূত্র নেই। যেমন তোমরা বি.কে.-রা এখন শিববাবার উত্তরাধিকারী হয়েছো। সেখানে অর্থাৎ পরমধামে তোমরা তো শিববাবার সাথেই থাকো। তাই সেক্ষেত্রে আশীর্বাদী-বর্সার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এখানে তো তোমাদের আশীর্বাদী-বর্সার প্রয়োজন আছে। আর ব্রহ্মা-বাবার যা কিছু সম্পত্তি সে সবই তো থাকে স্বর্গ-রাজ্যে। যেখানে কোনও প্রকারের দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। কিন্তু বাচ্চারা, এখন তো

তোমরা (শিববাবার) সম্পত্তি অর্থাৎ দাদুর আশীর্বাদী-বর্সা এখান থেকেই পাও। অতএব এর জন্য ওনাকে স্মরণ তো করতেই হবে।

বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা হলে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী সন্তান। তোমরা ছাড়া অন্যেরা যারা আছে তারা সবাই রাবণের উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশন। আর এই রাবণ সম্প্রদায়েরই যত রমরমা। অথচ তেমরা বি.কে.-রা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। আর অন্যেরা হলো আসুরী রাবণ সম্প্রদায়ের। তাই রাবণের আশীর্বাদী-বর্সাই তারা পেয়ে থাকে। যেহেতু বর্তমান সময়কালটা রাবণ রাজ্যের। তাই সে কেবল ৫-বিকারের আশীর্বাদী-বর্সাই দেয়। তোমরা বি.কে.-রা সেই বিকারগুলিকে আবার শিববাবাকে দান করে দাও। কৃষ্ণকে অবশ্যই সেই ৫-বিকারের দান দেওয়া যায় না মোটেই। তাই তোমাদের এই ৫-বিকার শিববাবাকেই দান দিতে হয়। যেহেতু পবিত্র দেবতাদের তা দেওয়া যায় না। কৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেবতারাও তো তাদের বিকারগুলি শিববাবাকে দান করেই এমন উচ্চ পদের অধিকারী হয়েছিলেন। একবার যে বিকার দান করে শিববাবার থেকে এমন উচ্চ পদ পেল, সেই বিকার আবার কিভাবেই বা অন্যের থেকে সেই দান গ্রহন করতে পারে ? তাই তো শিববাবা বার বার বলেন, এই ৫-বিকারের (ত্যাগ) দান করলেই গ্রহের কোপ (গ্রহণ) থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। বিকারের এই গ্রহণে এমন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, আত্মার শক্তি ১-কলাও অর্থাৎ সামান্যতমও আর অবশিষ্ট নেই। একেবারে ঘোর-কালো অন্ধকারে ডুবে আছে আত্মারা। তাই শিববাবা বলছেন- "এখন এমত অবস্থায় তোমাদের বিকারগুলি আমায় দান করে দাও, আর কখনও যেন সেরূপ বিকারে যেও না। কারণ, দান করা বস্তু কখনও ফেরত চায় না কেউ। আর তারপরেও আবার যদি তুমি বিকারগ্রস্থ হও তবে তো তুমি তোমার পদ খুইয়ে ভ্রষ্টাচারী হয়ে যাবে। অতএব নারায়ণ হতে চাইলে বিকাররূপী ভূতকে ত্যাগ করতেই হবে। বাবা তো এসেছেনই বাচ্চাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাতে। তোমরা এও জেনেছো, বাবা তোমাদেরকে নিজের পছন্দসই ঘর আর সম্পত্তি অর্জনের অধিকারীও করে দিয়েছেন। তবে তো তা ডবল আশীর্বাদী-বর্সাই হলো - তাই না ? বাবা আরও বর্সা দিচ্ছেন- মুক্তি ও জীবন-মুক্তির। বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা একমাত্র সে হতে পারে, যে বাবার স্মরণে থেকে যোগ আর জ্ঞানের বল দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করতে পারে। জ্ঞানও কিন্তু এক প্রকার বিশেষ শক্তি, অর্থাৎ নলেজ। এই নলেজ অর্জন করেই এক একজন বড়-বড় পদ ও সন্মানের অধিকারী হয়। যেমন, পুলিশ বিভাগের বড়-বড় অফিসার ইত্যাদি পদের হয়। আর সেইসব পুলিশ অফিসারদের প্রতি লোকেরা ভয়ও পায়। তাই কেউ কোনও অন্যায় করলে, পুলিশের নাম শুনলে ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরাও এখন সেই জ্ঞানের পাঠ পড়েই উচ্চ-পদ পেতে চলেছো। বাবার বাচ্চা হয়েও, বাবাকে স্মরণ না করলে, বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পাবে কেমন করে ? এমনিতে লৌকিক বাবা তো আছেই। কিন্তু পারলৌকিক বাবাকে তো অনেক বেশী করে স্মরণ করতে হবে। খুব বেশী করে স্মরণ করতে পারলে, তবেই তেমন উচ্চ-পদের অধিকারী হওয়া যায়। যোগযুক্ত হয়ে যত বেশী স্মরণ করতে পারবে, তত বেশী পবিত্র হয়ে, পবিত্র দুনিয়ার তত বেশী রাজ্য-অধিকার লাভ করতে পারবে। বাচ্চারা- তোমরা আমার কাছ থেকে ফিরে এসে, তারপর আবার সত্যযুগে স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে যে যার মতন রাজত্ব করতে থাকবে। ভগবানকে সবাই স্মরণ করে এই কারণে যে, আবার যেন সে বাবার কাছে ফিরে যেতে পারে।

প্রচলিত যে লোকগাঁথা আছে, হিমালয় পর্বতে বসে, অমরনাথ পার্বতীকে অনেক কিছু শুনিয়েছিল- বাস্তবে সে তো তোমরাই, অর্থাৎ পার্বতীরূপী আত্মারা। শিববাবা তো আর কোনও বিশেষ এক

পার্বতীকে তা শোনাননি, তা তো তোমাদের সবার উদ্দেশ্যেই ওনার সেই বাণী। যেন সবাই ওনাকেই স্মরণ করতে থাকে, নিজেদের পতিত অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হবার লক্ষ্যে। এক ও একমাত্র উনিই পারেন পতিতদের পবিত্র বানাতে। কিন্তু তিনি তা করেন কি প্রকারে ? সর্বাগ্রে পবিত্র করেন জগৎ অম্বাকে। তারপর অম্বার শক্তিধারীনিদেরকে। স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা কেবলমাত্র এই এক শিববাবাই, যা আর কারও দ্বারা সম্ভবই নয়। তোমরা এখন সেই অনুভবও করতে পারছো। অতএব তোমাদেরও তেমনই নেশার-ঘোর থাকা উচিত। যেহেতু শিববাবা স্বয়ং তোমাদেরকে ওনার কোলে নিয়ে, সেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বাচ্চা হবার উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন। তোমরা নিজেরাও তা বেশ ভালই বুঝতে পারছো, ঈশ্বরের কোলে এসেই বসেছো তোমরা। অতএব ঈশ্বর অবশ্যই তোমাদেরকে ওনার সাথেই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। যেহেতু উনি নিজে যেখানে তোমাদের মতন বিশেষ বি.কে. বাচ্চাদেরকে ওনার উত্তরাধিকারী হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এখন তোমাদের নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের দ্বারা তোমরাই তা হাসিল কর। তোমাদের বুদ্ধির বিস্তারও এখন অনেক। নিজেদের মনে এই ভাবনাই ভাবতে থাকবে যে, বর্তমানেও তোমরা সত্যযুগের দেবী-দেবতা রাজ্যেই অবস্থান করছো। একমাত্র এই ভগবানই সে রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তা কিভাবে ? -কেউ-ই তা জানে না, কিভাবে তিনি তা করেন। অথচ এক্ষেত্রও কত সব নাম জুড়ে রেখেছে শাস্ত্রকারেরা - যেমন যাদবেরা, কৌরবেরা, পাণ্ডবেরা, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাণ্ডবদের সবাইকে আবার পুরুষ দেখানো হয়েছে। তবে শক্তি-সেনাদের নাম কোথায় গেল ? -আসলে তোমরা বি.কে.-রা অর্থাৎ শক্তি-সেনারা তো গুপ্ত। জাগতিক শাস্ত্রকারদের তো সেসব কিছুই জানা নাই। উপরন্তু বলে যে, যারা এই ধর্মযুদ্ধে প্রাণ হারাবে, তারা স্বর্গ-রাজ্যে যাবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কি সেই যুদ্ধ ? আসলে তা হলো মায়ার সাথে যুদ্ধ করে তার উপর বিজয় পাওয়া। আর সেই যুদ্ধের ধরণ শেখাতে পারেন একমাত্র এই বাবা। যেখানে তোমরা জানো, প্রতি কল্পেই ঠিক এভাবেই শিববাবা তোমাদেরকে দত্তক বানিয়ে, আপন সন্তান করে কাছে টেনে নেন। সেই হিসাবে অন্য সব দিক থেকে নিজেদের বুদ্ধিকে সরিয়ে নেওয়া উচিত। যেমন রাজা-রাণীর কোলে কোনও বাচ্চা স্থান পেলে, তখন তো রাজা-রাণীর বাচ্চাই ভাববে নিজেকে। তখন তার বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধ রাজকুমারেরা-রাজকুমারীরাই হবে। পূর্বের কূল-বংশ, ভাই-বন্ধু সবকিছুই বদলে যায় তখন। সেরূপে এখানে এখন তোমদেরকেও ব্রাহ্মণ-কূলের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। যেমন, দেবতা কিম্বা শিবশক্তিদের সাথে একই সম্মানের আসনে বসানো হয় নারদকেও। নারদের যখন মতিভ্রম হয়েছিল, ভগবান তখন নারদকে বলেছিলেন- আয়নায় নিজের মুখ দেখতে। যেহেতু নারদ ছিল ভক্তি-মার্গের।

বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে খুব মনোযোগ সহকারে পুরুষর্থে মন লাগাতে হবে। তোমাদের মধ্যে কোনও প্রকারেরই বিকারের ভূত থাকে না যেন। যার ব্যবহারে সামান্যতমও ক্রোধ প্রকাশ পায়, বুঝবে তার মধ্যে এখনও বিকারের ভূত আছে। অতএব এখানেই এই পাঁচ-বিকারকে দান করে দাও, তবেই তো পুরুষার্থ করার উমঙ্গ-উৎসাহের নেশা আসবে। তবেই হাল্কা হয়ে হাসি-খুশী মেজাজে থাকতে পারবে। দেবতাদের চেহারায় যেমন পরিলক্ষিত হয়। তোমরাই তো সেই ★রূপ-বসন্ত (জ্ঞানী, যোগী ও ত্যাগী)। বাবা তো তেমন জ্ঞান-রত্নে জ্ঞানী বানান তোমাদের। তাই তোমাদের মুখ থেকেও অনর্গল সেই রত্নই বেরোনো উচিত। ঠিক এমন ভাবেই পুরুষার্থ করতে থাকো। তোমাদের লক্ষ্যও যে তেমনি অনেক বড়। সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে হবে যে তোমাদের। এই তোমরাই কিন্তু অনেকবার বিশ্বের মালিক হয়েছিলে। এমন কথা জাগতিক কোনও সাধু-সন্ন্যাসীরাও বলতে পারে না কিন্তু। তাই বাবা স্মরণ করিয়ে বলছেন - "ওহে আমার স্নেহের

বাচ্চারা, তোমরাই অসংখ্য বার বিশ্বের মালিক হয়েছো, কিন্তু তা আবার খুইয়েও ফেলেছো। এখন আবার সুযোগ এসেছে তা জয় করবার। আর এসব কিছুই নির্ধারিত হয় তোমাদের পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের মনে উমঙ্গ-উৎসাহের খুশী সর্বদাই থাকা উচিত। কারণ, তোমরাই যে বিশ্বের মালিক হতে চলেছো, তবে কেন সেই খুশী স্থায়ী হবে না তোমাদের মনে ?" হয়ত বা দেহ-অভিমানে এসে তোমাদের এই পুরোনো দুনিয়ার কোনও কিছুর প্রতি মোহ আসে। আত্মাধারীদের এক নম্বরের শত্রু এই দেহ-অভিমান। এই দেহ-অভিমানে এলেই মায়ার চপেটাঘাত খেতে হয়। তাই, সর্বদা এই ভাবধারায় থাকতে হবে যে, আমি আত্মা -পরমাত্মা বাবার অধিকারী বাচ্চা। সুতরাং আমিও বাবার সেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। যেহেতু আমিও বাবার আশীর্বাদী-বর্সা প্রাপ্ত করে সমগ্র বিশ্বের মালিক হই - এমনই নেশার ঘোর থাকা উচিত। অতএব, বি.কে.-বাচ্চাদেরও তেমনই দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। যেহেতু বাবা কল্পে মাত্র একবারই এসে তোমাদেরকে এমন দেহী-অভিমানী হবার এই পাঠ শেখান। কত করেই তো উনি বলেন, ওনাকে স্মরণ করতে। কিন্তু মুহূর্তে-মুহূর্তে তা ভুলে যাও। এমন কি চার্ট লিখতেও তোমাদের এত অলসতা, যেখানে নিজের নিজের চার্টের মূল্যায়ন করা খুবই জরুরী। বাবা তো মাত্র একজনই, এত সংখ্যক বাচ্চার চার্ট তো আর বাবার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। বাবাকে যে আরও অনেক কর্ম-কর্তব্যে ব্যস্ত থাকতে হয়। পত্রের উত্তর দিতে গিয়েই বাবার আঙ্গুল ব্যাথা হয়ে যায়। তবুও তা বাবাকেই লিখতে হয়, যেহেতু বাচ্চারা আশা করে বাবার নিজের হাতের লেখা পত্র। তোমরাও অবশ্য বাবাকে এভাবে লেখ, প্রাপক:- শিববাবা, প্রযত্নে :- ব্রহ্মাবাবা, "বাবা একমাত্র তোমার সাথেই আমাদের ওঠা-বসা, তোমার সাথেই লেখা-পড়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি .....! আর বাবাকেও সেগুলির জবাব দিতে হয়। তাই কত অনেক পত্র লিখতে হয় বাবাকে। তবে হ্যাঁ, সেবাধারী বাচ্চাদের সেবার সংবাদে বাবা বেশী খুশী হন। তেমন ভাল সংবাদে বাবা তাদের নয়নের মণি করে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে রাখেন। আর সাধারণ পত্রের স্থান তো বাতিল চিঠি-পত্র রাখার স্থানে। বাবা স্বয়ং সেবাধারী বাচ্চাদের খুবই মহিমা করেন। কেবলমাত্র সেবাধারী বাচ্চারাই বাবার হৃদয়ে স্থান পায়। যেমন, একমাত্র সু-পুত্ররাই মা-বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এসবই বাবা বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে খুব ভালভাবে তা বোঝান।

ভক্তি-মার্গে মানুষেরা মুক্তির খোঁজে এদিক-ওদিক, চর্তুদিকে কেবল ধাক্কাই খেতে থাকে। তবুও তারা সেই মুক্তির দিশা বা হদিশ পায় না। তারা জানতেও পারে না মুক্তি কোথায় পাওয়া যায়। কোনও কিছু বোঝেও না তারা। জ্ঞান তো একমাত্র এই জ্ঞান-সাগর বাবার কাছেই আছে। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের ব্যাপারকে জানাই হলো -জ্ঞান। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত তা জানতে পারে প্রকৃত অর্থে ততক্ষণ সে অন্ধ। জগৎ এখন ভীষণ মহাভারতের লড়াই-এর সন্মুখীন। লোকেদের তখন দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকবে না। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটা এখন আবর্জনায় পরিপূর্ণ। তাই বাবা বার বার বাচ্চাদেরকে সতর্ক থাকতে বলছেন। কোনও প্রকার বিকারের ভূত থাকলে, সুন্দর-পবিত্র হবে কি করে ? তোমরা যখনই বলো- বাবা আমরা আপনার শ্রীমৎ অনুসারেই চলবো, বাবার জবাব হয়- তা হলে সর্বাগ্রে তোমাদের বিকারের ভূতগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। এই পুরোনো দুনিয়ার প্রতি কোনও প্রকারের মায়া-মমতা-মোহ রাখা চলবে না। বুদ্ধির যোগ একমাত্র নতুন দুনিয়ার সাথে যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে। যেহেতু তোমরা এখন বুঝে গেছো যে, তোমাদের জন্য নতুন স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু, এর জন্য তো স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে তোমাদের। বাবাকে- শান্তিধাম আর তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানীকে লাগাতর স্মরণে রাখবে।

কিন্তু এই জাগতিক দুনিয়ায় শরীর নির্বাহের জন্য নিজের কর্ম-কর্তব্য অবশ্যই করতে হবে। আর তার সাথে সাথে করতে হবে ঈশ্বরীয় সেবাও। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। নমন জানাচ্ছেন ঈশ্বরীয় পিতা নিজের ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রূপ ও বসন্তের (জ্ঞানী, ত্যাগী, যোগী) মতন হয়ে, সর্বদাই জ্ঞান-রত্নের বাণী প্রচার করতে হবে। দেবতাদের মতন হাসি-খুশী স্বভাবের হতে হবে।

২) জ্ঞান আর যোগের বল দ্বারা বিকর্মগুলিকে বিনাশ করে বাবার থেকে ডবল আশীর্বাদী-বর্সা (মুক্তি-জীবনমুক্তির) নিতে হবে।

বরদান :- "আপনি আগে" - এই বিশেষ গুণের দ্বারা সবার প্রিয়-পাত্র হয়ে সফল ভাবমূর্তিধারী হও

বিস্তার :- একে অন্যকে এগিয়ে দেবার গুণ অর্থাৎ "আপনি আগে"- এই গুণের উৎকর্ষতায় আর ব্যবহারে সবার কাছেই প্রিয়-পাত্র বানিয়ে দেয়। এটাই হলো বাবার মুখ্য গুণ। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, "আপনি প্রথমে"। অতএব বাবার এই গুণকেই অনুসরণ করে এগিয়ে চলো। সফলতা প্রাপ্তির এটাই সহজ বিধি। যে বাবার প্রিয়, ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রিয় আর বিশ্ব-সেবার প্রিয় হয়, সে নিজে এভাররেডী অর্থাৎ সদা প্রস্তুত।

স্লোগান :- মনন শক্তির আধারে জ্ঞানের খনিকে যে নিজের আয়ত্বে করে নেয়, বিঘ্ন তার কাছ থেকে বিদায় নেয়।